https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – IV | July- August 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

রামায়ণে বর্ণিত হনুমান চরিত্রের জীবনাদর্শ এবং বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

Dr. Bappa Datta[1]

সংক্ষিপ্তসার (Abstract)

*বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ **'বাল্মীকি রামায়ণ'**। প্রাচীন ভারতীয় মনীষার উজ্জ্বলতম মণিখণ্ড এটি। মহাকবি বাল্মীকি তাঁর আপনমনের মাধুরী মিশিয়ে যে অনুপম রামায়ণ রচনা করেছেন, সেই রামায়ণ ভারতবাসীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। যুগে যুগে এই মহাকাব্য মানুষকে দিয়েছে সত্পথে চলার প্রেরণা, দিয়েছে অন্তরে জাগ্রত করার প্রবল উদ্দীপনা, দিয়েছে পারিবারিক জীবনে শান্তিলাভের নির্দেশ। এই মহাকাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্র অতুলনীয় এবং মহত্ চরিত্রগুলির মহান আদর্শ অনুসরণযোগ্য। সমগ্র বিশ্বের মহাকাব্যে এমন চরিত্র আর কখনও দেখা যায় না। এত শিক্ষনীয় সামগ্রীর একত্র সন্নিবেশ পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থে আছে কিনা তা সন্দেহাতীত।*

*এই মহাকাব্যের অন্যতম দ্যুতিমান চরিত্র **'হনুমান'**। রামায়ণের সপ্তকাণ্ডের মধ্যে প্রারম্ভিক আদি, অযোধ্যা ও অরণ্যকাণ্ডে হনুমানের কোন কথার উল্লেখ না করে, মহাকবি বাল্মীকি হনুমানকে একেবারে উপস্থিত করেছেন **'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে'**।*

*এই হনুমানের পিতা হলেন সর্বাতিশায়ী শক্তিসম্পন্ন **'পবনদেব'** এবং মাতা হলেন মহাশক্তিশালিনী, পরমরূপবতী **'অঞ্জনা'**। শৈশব থেকেই হনুমান ছিলেন মহাবলশালী, রামচন্দ্রের ধর্ম-সংস্থাপন কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করার জন্যই তিনি ধরাধামে আবির্ভূত হন।তাঁর ন্যায় বিদ্বান, বুদ্ধিমান, শক্তিশালী, বিনয়ী ও দক্ষ সেবক পৃথিবীতে দেখা যায় না। তিনি ছিলেন সর্বগুণের আধার। কালিদাস তাঁর **'রঘুবংশে' (১৫/১০৩)** বলেছেন-বিভীষণ ও হনুমান দুটি কীর্তিস্তম্ভ- **"কীর্তিস্তম্ভদ্বয়মিব"**। এই হনুমান ছিলেন সুগ্রীবের মিত্র, সহচর ও দক্ষ সচিব।রামায়ণের কাল থেকে আজও এই হনুমান চরিত্রটি আপামর জনমানসে স্থায়ী আসন লাভ করে আছে। বর্তমান অধ্যয়নে হনুমান চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা বর্ণিত হয়েছে।*

সূচক শব্দ (Key Words) ***রামায়ণ, হনুমানের জীবনাদর্শ।***

ISSN: 3049-0278 (Online) DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

AIJITR- Volume-3, Issue-IV, July-August 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

ভূমিকা (Introduction)-

একজন পাঠক হিসাবে কৌতূহল সব সময়ই হয় যে রামায়ণে কখন হনুমানের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের সাক্ষাত্-লাভ হয়? এই প্রশ্নের অনুসন্ধানে জানা যায় রাম-লক্ষ্মণের পম্পাতীরে আগমনের ফলে সুগ্রীব ভীত হয়ে উঠেন তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য কী? তা জানার জন্য বুদ্ধিমান হনুমানকে আদেশ দেন, আর তখনই হনুমানের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের সাক্ষাত্-লাভ হয়। সেই সময় থেকেই হনুমানের বিভিন্ন কার্যপ্রণালী ও অবদান শুরু হয়। হনুমান নাকি অবিলম্বে ইচ্ছানুরূপ মূর্তি ধারণ করতে পারতেন-

"কপিরূপ ছাড়ি
ধরিলা ভিক্ষুকরূপ বড় গোপ দাড়ি" (৺ রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ)

এই ভিক্ষুক বা সন্যাসীর মূর্ত্তি ধারণ করে রাম-লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে হনুমান বললেন-

"সুগ্রীব বানররাজ লোকে খ্যাতিমান।
তাঁহার সচিব আমি নাম হনুমান।
তোমা সহ মিত্রতা করিতে অভিলাষ।
পাঠাইল সুগ্রীব আমারে তব পাশ ।" (৺ কৃত্তিবাসের রামায়ণ)

বিপদের দিনে হনুমানের মুখে এমন কথা শুনে রাম তো পরমোল্লসিত হলেন। রামায়ণের পদ্যানুবাদক গ্রীফিথ্ সাহেব তাঁর রামায়ণের **'বুক ফোর'** গ্রন্থে এই স্থলের কথা ইংরাজীতে সুন্দর করে অনুবাদ করেছেন-

"Thus Hanuman, Well trained in lore, of language, Spake, and said no more. The son of Raghu joyed to hear, the envoy's speech, and bright of cheer. He turned to Lakshman by his side, and thus in words of transport cried." (Grifith Shaheb Ramayan-IV canto-III)

অধ্যয়নের উদ্দেশ্যাবলী (Objectives of the Study)

১)রামায়ণে বর্ণিত হনুমান চরিত্রের জীবনাদর্শের স্বরূপ অনুসন্ধান করা।
২)বর্তমানে হনুমানের জীবনাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা অন্বেষণ করা।

1. Assistant Professor in Sanskrit, Sevayatan Sikshan Mahavidyalaya, Jhargram, WB.

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.IV.2026.48-51
AIJITR, Volume 3, Issue –IV, July - August, 2026, PP.48-51
Received on 11th July, 2026 & Accepted on 21st July, 2026,
Published: 1st August, 2026.

The statement "Copyright © by Author" (The author retains the copyright to the published article.)

Volume – 3 | Issue – IV | July- August 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (Analysis of the Study)

১)রামায়ণে বর্ণিত হনুমান চরিত্রের জীবনাদর্শের স্বরূপ অনুসন্ধান করা-

ক) শাস্ত্রে পারদর্শিতা-

প্রথম আলাপেই শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের শিক্ষা, দীক্ষা ও অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হলেন। তিনি মুক্ত কণ্ঠে লক্ষ্মণকে বললেন- **"এ ব্যক্তিকে ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী বলে মনে হয়, এঁর বহু কথার মধ্যে একটিত্ত অপশব্দ শ্রুত হল না, 'বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম' ।ঋক, যজুঃ ও সামবেদে পারদর্শী না হলে এভাবে কেউ কথা বলতে পারে না।এঁর মুখ, চোখ ও ভ্রু দোষশূন্য এবং কণ্ঠোচ্চারিত বাণী হৃদয়হর্ষিণী।"** সুতরাং এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় হনুমান ছিলেন শাস্ত্রবিদ ও সুপন্ডিত।

খ)প্রভুভক্তি ও অত্যাশ্চর্য্য শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী-

পান্ডিত্যই শুধু হনুমানের প্রধান গুণ নয়, অটল প্রভুভক্তিও তাঁর অত্যাবশ্যক গুণ। প্রভুর প্রতি কর্তব্যপরবশতঃ তিনি অযথা কাল হরণ না করে রাম ও লক্ষ্মণকে পিঠের উপর চাপিয়ে পর্ব্বতের উচ্চদেশে সুগ্রীবের কাছে উপস্থিত হলেন। এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন হতে পারে যে, হনুমানের কি কোন অলৌকিক ক্ষমতা ছিল? যার ফলে তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে একসঙ্গে অনায়াসেই পিঠে চাপিয়ে সুগ্রীবের কাছে আসেন। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় এখনও বলিষ্ঠ শ্রমজীবিগণ স্কন্ধে বা পৃষ্ঠোপরি বহন করে মানুষ্যগণকে খুব সহজেই উচ্চ পর্ব্বতাদির উর্দ্ধদেশে নিয়ে যায়। আর হনুমান তো অসামান্য শক্তিশালী মহাবীর ছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে রাম লক্ষ্মণের ন্যায় পুরুষদ্বয়কে একসঙ্গে পিঠে চাপিয়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের দিকে সুগ্রীবের কাছে নিয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিস্ময়জনক বা অবিশ্বাস্য নয়। এই দৌর্ব্বল্যের যুগেও বাঙালী রাজেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা বুকের উপর ১০ মন ওজনের পাথর এনং ১২ মন ওজনের রোলার রেখে দেখিয়েছেন।কোলকাতার আলিপুর চিরিয়াখানার সর্ব্ববৃহত্ হাতিটিকে তো তিনি অক্লেশে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ ছাড়িয়ে, দুর্বলতম যুগ কলিতেও সামান্য মানুষ যদি এই সব পারে তাহলে হনুমানের পক্ষে সেই সময়ে রাম-লক্ষ্মণকে পিঠে নিয়ে পর্ব্বতারোহন কিছুমাত্র অলৌকিক ব্যাপার নয়। অরো একটি ব্যাপার হল আমরা হনুমানের যখনকার কথা আমরা আলোচনা করছি তখন তিনি পূর্ণ যুবক, যে বালক শিশুকাল থেকেই অত্যাশ্চর্য্য শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী ছিলেন তাঁর পক্ষে এইরুপ কাজ অতি সহজেই সম্ভব।

গ) বাগ্মীতা-

রাম ও সুগ্রীবের মৈত্রী স্থাপিত হওয়ার পর মিত্র সুগ্রীবের হিতার্থে রামচন্দ্র সুগ্রীবভ্রাতা বালীকে বধ করেন। বালীর পত্নী 'তারা' একান্ত শোকাকুলা হয়ে উঠলেন। কেউই যখন তারাকে সান্ত্বনা দিতে অগ্রসর হলেন না তখন অগ্রসর হলেন মহাজ্ঞানী, সান্ত্বনার ভাষার যাদুকর হনুমান। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে কথা বলে সান্ত্বনা ও উত্সাহদান করেছিলেন সেই চরম ও পরম কথারই আভাষ হনুমানের চরিত্রে দৃষ্ট হয়।

ঘ) বীরত্ব-

সুগ্রীব যখন সমস্ত সৈন্য সীতার অন্বেষণে প্রেরণ করেন, রাম তখন হনুমানকে স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি অভিজ্ঞান স্বরূপ সীতার উদ্দেশ্যে প্রদান করেন। শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে বুঝতে পেরেছিলেন এই কাজে হনুমান সফলতা লাভ করবেন। তাই তিনি সেই সময় বলেন-

"হে বীর, তোমার উদ্যোগ ও সাত্ত্বিক বীরত্বের উপর আমি নির্ভর করলাম।" (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪/৪৪/১৭)

চারদিকে বানর সৈন্য সীতার খোঁজে ব্যস্ত। অবশেষে জটায়ুর ভাই সম্পাতি বানরগণকে সীতার খোঁজ দিলেন- সীতা লঙ্কায়। দুস্তর সমুদ্র কিন্তু সেই অনিলোদ্ধত ভ্রান্ত ঊর্মিসঙ্কুল বিপুল জলাশয় উত্তীর্ণ হবার সাধ্য কারও নেই। বানরসৈন্যের মধ্যে হনুমান মৌনভাবে একস্থানে উপবিষ্ট থাকায় জাম্ববান তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন-

"বীরবানরলোকস্য সর্ব্বশাস্ত্রবিদাং বর। তুষ্ণীমেকান্তমাশ্রিত্য হনুমান কিং ন জল্পসি।।"

জম্ববান অরও বলেন-

"যাহার বিক্রমে সবে করেন ভরসা,
তাহার জীবন ধন্য বিক্রম প্রশংসা।
জানিয়া সীতার বার্তা আইস হনুমান,
চিন্তিত বানর সব কর পরিত্রাণ।
পৌরুষ প্রকাশ কর সাগর লঙ্ঘিয়া,
শ্রীরামের তুষ্ট কর সীতা উদ্ধারিয়া।।" (৺ কৃত্তিবাসের রামায়ণ)

ঙ) অসীম ধৈর্য্যশীল ও কষ্টসহিষ্ণু-

এরপর হনুমান বহুক্রোশব্যাপী সমুদ্র বহু কৃচ্ছ ও বিপদ সহ্য করে উত্তীর্ণ হলেন। সাগর উত্তীর্ণ হলেন বটে কিন্তু **"শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"** বড় কিছু করতে গেলেই বিপদ ঘটে বাধা আসে প্রতি পদে পদে। হনুমনের ক্ষেত্রেও তাই হল, পথের মধ্যে রাক্ষসরূপিণী **'সুরসা'** এসে হনুমানকে গ্রাস করতে উদ্যত হলে হনুমান তাকে পরাভূত করেন। তারপর তাকে আক্রমন করে **'সিংহিকা'** নামক এক নিশাচরী। সেই নিশাচরী হনুমানকে একেবারে গ্রাস করে ফেলল। কিন্তু-

"হনুমান প্রবেশিয়া জঠরে তাহার,
মর্ম্মস্থান ছিড়ে করি' নখর প্রহার।
ধৈর্য্য চতুরতা সহ বধিয়া তাহায়
বায়ুবেগে বহির্গত হৈল অচিরায়।।"(৺ রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ)

পন্ডিত এন.সি.দাস তাঁর **'A note on the ancient Geography of Asia'** নামক গ্রন্থে লিখেছেন-

"Hanuman crossed the channel having rested on the isolated hill mainak, which stood above the foamy sea. There met surasha, the mother of the serpents(probably a rocky crag) and passed through her jaws which extending fifty leagues had threatened to devour him further on he passed through the cavern of Sinhika and lighted on Lanka's peak"

চ) প্রবল উত্সাহ ও ব্যাকুলতা-

লঙ্কায় পৌঁছে হনুমান সীতা দেবীকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর অন্বেষণের সামগ্রী দেবী সীতাকে তিনি তো কখনও দেখেননি- চিনবেন কি করে?দেখলেন রাবণের অন্তঃপুরে এক পরমা সুন্দরী রমণীকে। তিনি ভাবতে লাগলেন, ইনিই কি দেবী সীতা? হনুমান রাবণ-রাণী মন্দোদরীকে দেখে

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – IV | July- August 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

এইরূপ চিন্তা করলেন। তিনি আরও ভাবতে লাগলেন ইনি যদি সীতা না হন- তাহলে সীতা কোথায়? লঙ্কার গৃহে গৃহে যত নারী দেখেন কাউকেই তার সীতা বলে মনে হয় না। মহাসংযমী হনুমান মনঃক্ষুন্ন হলেন বটে কিন্তু উত্সাহহীন হলেন না। ক্রমে তিনি লঙ্কার সর্ব্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন এবং অবশেষে উপস্থিত হলেন অশোক বনে। মনে মনে ভাবতে লাগলেন-

"উত্সাহই জানি আমি শ্রীলাভের মূল।
উত্সাহেই সুখ শান্তি নাহি তার ভুল।।"

তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন-

"যাবত্ সীতাং ন পশ্যামি রামপত্নীং যশস্বিনীম্।
তাবদেতাং পুরীং লঙ্কাং বিচিনোমি পুনঃ পুনঃ।।" (সুন্দরকান্ড, ত্রয়োদশ সর্গ ৫২ নং)
"যতদিন নাহি পাই সীতার উদ্দেশ
ততদিন লঙ্কাপুরে খুঁজিব বিশেষ।।" (৺ রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ)

প্রভুর কার্য্য অথবা কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের যে ব্যাকুলতা হনুমানের চরিত্রে দৃষ্ট হয় তা অন্য কোথাও দেখা যায় না। রামচন্দ্র বলেছিলেন-

"যো হি ভৃত্যো নিযুক্তঃ সন্ ভর্ত্রা কর্মণি দুষ্করে।
কুর্য্যাত্ তদনুরাগেণ তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্।।" (যুদ্ধকাণ্ড ৬.১.৭)

অর্থাত্ **"যিনি প্রভুকর্তৃক দুষ্করকার্যে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগের সহিত তাহা সম্পূর্ণ করেন, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ।"**

ছ) তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান ও সুবিবেচক-

হনুমান দেবদ্বিজাদিতে পরম ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রবল ক্ষমতাশীল, অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সুবিজ্ঞ, সুবিবেচক,পরমভক্ত ও একান্ত কর্তব্যপরায়ণ। পরস্ত্রীদর্শনে যে পাপ হয় এ বিষয়ে তিনি সদা সতর্ক ছিলেন। রাবণের অন্তঃপুরস্থিতা সুষুপ্তা মহিলাগণকে দেখে তাঁর একান্ত পাপবোধ হয়েছিল। পরক্ষণেই আবার মনে মনে তিনি ভাবলেন- **"রমণীর মাঝে জানি রমণীই থাকে,**
দেখিলাম এত নারী শুধু সেই পাকে।
তবে কেন ধর্মলোপ হইবে আমার,
কেন বা হইবে মনে পাপের সঞ্চার।
পবিত্র অন্তরে আমি পশিনু হেথায়,
কিন্তু কোনখানে হায় না দেখি সীতায়।।"

কি সুন্দর, যুক্তিপূর্ণ উক্তি,বিদেশের মহাকবি 'মিলটন' তাঁর বিশ্ববিখ্যাত মহাকাব্য **"প্যারাডাইজলস্টের" 'বুক্ ফাস্টে'** ঠিক এর অনুরূপ উক্তি করেছেন-

"Mind is its own place and in itself. Can make a haven of hell, a hell of heaven."

জ) ধর্মজ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ-

বিশেষ ধর্মজ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ হনুমান সীতার সঙ্গে অশোক বনে দেখা করেন এবং সীতার বিশ্বাস উত্পাদনের জন্য রামপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক সীতাকে প্রদান করেন। এই প্রধান উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণের শক্তি সামর্থ্যের কথা বলে হনুমান রাবণের মনে ভীতির সঞ্চার করার চেষ্টা করেন এবং বলেন-

"সীতা লঙ্কার বিনাশকর্ত্রী, কালরাত্রি" - "যেয়ং তিষ্ঠতি তে গৃহে, কালরাত্রীতি তাং বিদ্ধি সর্ব্বলঙ্কাবিনাশিনীম্।" (সুন্দরকান্ড ৫/৫১/২৪)

রাবণ হনুমানের এই কথায় অতন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বধ করার অদেশ দেন। অবশেষে মহামতি বিভীষণের উপদেশে হনুমানের প্রানদন্ড রদ হল ঠিকই কিন্তু রাবণের আদেশে তাঁর লেজে তৈলসিক্ত কাপড় জড়িয়ে দিয়ে তাতে আগুন দেওয়া হল। হনুমানও রাবণের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেন সমস্ত বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করে। অতঃপর হনুমান সীতার সঙ্গে সাক্ষাত্ করে সাগর পার হন। হনুমানের মুখে সীতার সংবাদ শুনে রামচন্দ্র প্রফুল্লমনে হনুমানের অশেষ প্রশংসা করেন। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- **"শ্রীরাম বলেন ধন্য ধন্য হনুমান**
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান।
অন্য কি প্রসাদ দিব লহ আলিঙ্গন
ইহা বলি কোল দেন কমললোচন।।" (কৃত্তিবাসের রামায়ণ)

ঝ) তাত্ক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা-

এরপর কপিসৈন্যগণ হনুমানের নিকট লঙ্কার বর্ণনা শুনে সাগর বন্ধন করে সেতুসহযোগে লঙ্কায় পৌছান। রাবণের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটায় রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ এসে শ্রীরামের সঙ্গে মিলিত হন। ক্রমে যুদ্ধ শুরু হল, রাম-লক্ষ্মণ নাগপাশে আবদ্ধ হলেন। আবশেষে গরুড় এসে সকল সর্প ভয় দূর করলেন এবং রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশ থেকে মুক্ত করলেন। অতঃপর রাবণ লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে মূর্ছিত করলেন এবং তাঁকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করা মাত্র হনুমান রাবণের সেই দুষ্কার্যে বাধা দিয়ে মূর্ছিত লক্ষ্মণকে কোলে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হলেন। হনুমান এই সময় যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা কিন্তু নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু নয়।

ঞ)নির্ভীকতা-

রাবণপুত্র ইন্দ্রজিত্ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপ্ত করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং অস্ত্রজালে রাম-লক্ষ্মণকে মূর্ছিত করেন। এইরূপ অবস্থায় কপিসৈন্যগণ নিতান্ত বিপন্ন ও কিংকর্ত্তব্য- বিমূঢ় হয়ে পড়েন। উপায় আর নেই তবুও এক উপায় আছে যদি কৈলাস পর্ব্বতের উর্দ্ধদেশস্থ শৈল হতে ঔষধি আনা যায় তবেই হয়ত রাম-লক্ষ্মণ জীবন ফিরে পাবেন। এইরূপ অবস্থায় হনুমান নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে হিমালয় পর্ব্বতের উর্দ্ধদেশে গিয়ে মৃত সঞ্জীবনী প্রভৃতি চারটি দুর্লভ ঔষধি আনেন। সেই ঔষধির আঘ্রাণে সকলেই বেঁচে যান। রাবণ বধের পর সীতা উদ্ধার করে রাম-লক্ষ্মণ সকলে দেশাভিমুখে যাত্রা করেন। অযোধ্যায় ফিরে রাম রাজ সিংহাসনে বসেন।

২)বর্তমানে হনুমানের জীবনাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা অন্বেষণ করা-

আজকের দিনে আমাদের সকলেরই জানা দরকার যে ভগবান রামচন্দ্রের এই মহান শিষ্য কীভাবে তাঁর জীবন, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে প্রবল উত্সাহ এবং অসীম শক্তির মোড়কে সাজিয়েছিলেন। যার ফলস্বরূপ আধুনিক জীবনে হনুমানের জীবনাদর্শ আমাদের শেখায় শৃঙ্খলা পরায়ণতা, যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে নেতৃত্বদান, গুরুর প্রতি আনুগত্য, ভগবানের প্রতি আত্ম সমর্পণ এবং সঠিক সময় উপযুক্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – IV | July- August 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ভারতের লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাই হনুমানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও স্মরণ করেন। তাঁর পবিত্র চরণে আমাদের কোটি কোটি সশ্রদ্ধ প্রণাম।ভারতবাসী প্রণাম করার সময় শ্রদ্ধাভরে তাঁকে বলেন- যিনি মন ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বানরবাহিনীর প্রধান, সেই রামের দূত জিতেন্দ্রিয় পবন-নন্দনকে অবনত মস্তকে প্রণাম করি। যেখানে যেখানে রঘুনাথের গুণগান করা হয়, সেখানে সেখানেই যিনি মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্বক সাশ্রুনয়নে অবস্থান করেন, সেই রাক্ষস বিনাশী মারুতিকে সকলে প্রণাম করুন। এই প্রসঙ্গে একথা বলতেই হয়-

"উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলিলং
যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং
নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্।।"

(তুলসীদাস গোস্বামী বিরচিত, শ্রী হনুমান স্তবন সংগ্রহ,৭ নং)

সিদ্ধান্ত (Conclusion)

পরিশেষে বলা যায়, হনুমান রামের সেবা করেছেন সর্বান্তঃকরণে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তিনি ছিলেন একজন উন্নতমানের যোগী। তাঁর তনুমন ও প্রাণ সবকিছুই তিনি নিঃশেষে দিয়েছেন রামের সেবায়। যে কাজের ভার তিনি নিতেন প্রাণপণে তিনি তা সমাধান করতেন। কিরূপে সেই কাজ উত্কৃষ্টভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন, মনে মনে সর্বদা তাই ভাবতেন।কর্তব্যসম্পাদনের সময় স্বীয় সুখভোগ বা কার্যের ফলাফল তাঁর আদৌ বিচার্য্য ছিল না। **'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'**য় যে নিষ্কাম কর্মের আদর্শ প্রস্ফুটিত হয়েছে হনুমান তারই জীবন্ত উদাহরণ।তিনি আত্মান্বেষী সন্ন্যাসীর মতো নিজে নির্লিপ্ত থেকে অতিশয় কঠোর কর্ত্তব্যের পথে বিচরণ করেছেন। সে কর্ত্তব্য সম্পাদনে তিনি সুগ্রীবের সম্বন্ধে যেরূপ দৃঢ়সংকল্প, রামের আদেশ পালনেও তদনুরূপ। বাল্মীকি-অঙ্কিত হনুমান চিত্রের উজ্জ্বল কপালে প্রজ্ঞার জ্যোতি নিঃসৃত হয়েছে। তাঁর চিত্ত কামনাশূন্য, তাঁর দৃষ্টি বিলাসহীন এবং তিনি তীক্ষ্ণভাবে ভবিষ্যত্দর্শী। তিনি ঋষির ন্যায় স্বীয় চরিত্রের কঠোর বিচারক, ত্যাগী এবং স্থিরলক্ষ্যসম্পন্ন ছিলেন। এই সকল গুণের পূজার জন্য কিষ্কিন্ধ্যায় মহাবীরবরের উদ্দেশ্যে আর্য্যাবর্তে শত শত মন্দির উত্থিত হয়েছে এবং এইজন্য 'ভবভূতি' লক্ষ্মণের মুখে হনুমানকে **'আর্য-হনুমান'** বলে সম্বোধন করতে দ্বিধাবোধ করেননি।এমনকি স্বামী বিবেকানন্দ মহাবীর হনুমানের বহু প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে হনুমানের পূজা প্রত্যেক ঘরে ঘরে হওয়া উচিত্। ভারতের সর্ববিধ উন্নতির জন্য তাঁর দিব্য চরিত্রের আলোচনা ও অনুধ্যান করা বিশেষ দরকার। হনুমানের মধ্যে ছিল তেজের সঙ্গে ধৈর্য, ধর্মজ্ঞানের সঙ্গে হৃদয়বত্তা ও সরলতা। তাঁর বিনয়ের সঙ্গে ছিল বুদ্ধিদীপ্ত পৌরুষ। তিনি ছিলেন **'চিরসংযমী', 'চিরকুমার' 'চিরযৌবনে উদ্ভাসিত'**। বস্তুতঃ মহাভারতে ভীষ্মই যেমন মহাভারত, মহাভারতই যেমন ভীষ্ম, রামায়ণে তেমন হনুমানই রামায়ণ, রামায়ণই হনুমান। হনুমান ব্যাতিরেকে রামায়ণের প্রধান ঘটনাগুলি বোধ হয় সম্পন্ন হত না।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

তর্করত্ন, শ্রীপঞ্চানন (২০১৯)অনু.বাল্মীকি রামায়ণ(মূল),কোলকাতা: বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী.
ভট্টাচার্য, সুখময় (২০১৭) রামায়ণের চরিতাবলী, কোলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স.
ভট্টাচার্য, অমলেশ(১৯৮৮)রামায়ণ কথা, কোলকাতা: প্রতিভাস.
বসু, রাজশেখর (২০২৩)অনু. বাল্মীকি রামায়ণ, কোলকাতা: পত্র ভারতী.
তথাগতানন্দ, স্বামী(২০১৪)রামায়ণ-কথা, কোলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়.
ভাণ্ডারী, অজয়কুমার(২০১৪)অনু. বাল্মীকি রামায়ণ, কোলকাতা: গিরিজা লাইব্রেরী.
ব্রহ্মমুনি, স্বামী (২০১৭) রামায়ণ দর্পণ, কোলকাতা: বৈদিক অনুসন্ধান ট্রাস্ট আর্য সমাজ মন্দির.

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431